Bangladesh Flag Vessels (Protection) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XIV of 1982)
রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত

বিল

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন-সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তপশিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হয় এবং সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১-তে সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৭ নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উল্লিখিত সিদ্ধান্তের আলোকে, Bangladesh Flag Vessels (Protection) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XIV of 1982) - এর বিষয়বস্তু বিবেচনাপূর্বক রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেইহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল : -

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন** - (১) এই আইন বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (সংরক্ষণ) আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞার্থ**- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে নিম্নরূপ বুঝাইবে -

(১) 'বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ' অর্থ বাংলাদেশে নিবন্ধিত জাহাজ;

(২) 'নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ' অর্থ মহাপরিচালক, নৌ পরিবহন অধিদপ্তর অথবা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত অন্য কোনো কর্মকর্তা, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ; এবং

(৩) 'সরকার' অর্থ নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়।

৩। **সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ** - (১) আপাতত বলবৎ, অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে সমুদ্রপথে পরিবাহিত অন্যূন ৪০% পণ্যাদি এই আইনের অন্যান্য বিধানসাপেক্ষে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ কর্তৃক পরিবাহিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না, যথা ঃ-

(ক) এইরূপ কোনো পণ্য, যাহা দুই ব্যবসায়ী অংশীদারের মধ্যে কোনো পারস্পরিক সমঝোতা অনুযায়ী অন্য কোনো জাহাজ দ্বারা পরিবহণ আবশ্যক;

(খ) এইরূপ কোনো পণ্য, যাহার অনুকূলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অব্যাহতি সনদ (Certificate of waiver) জারি করা হইয়াছে;

(গ) এইরূপ কোনো পণ্য, যাহা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাধারণ অব্যাহতি প্রদত্ত ; এবং

(ঘ) এইরূপ কোন পণ্য বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য অংশীদার দেশের মধ্যে সরাসরি পরিবহনের জন্য বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ চলাচল না করিলে।

(২) যে সকল সরকারি পণ্য সমুদ্রপথে পরিবহণের জন্য দরপত্রের মাধ্যমে জাহাজ নির্ধারণ করা হইয়া থাকে সেই সকল পণ্যের ক্ষেত্রে সরকার প্রয়োজনের নিরিখে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে পারিবে।

৪। **তৃতীয় দেশের পতাকাবাহী জাহাজ কর্তৃক পণ্য পরিবহণ** - (১) বাংলাদেশ হইতে অন্য কোনো দেশে বা অন্য কোনো দেশ হইতে বাংলাদেশে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ অথবা সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য অংশীদার দেশের পতাকাবাহী জাহাজ পাওয়া না গেলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ তৃতীয় দেশের পতাকাবাহী জাহাজ দ্বারা পণ্য পরিবহণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশ হইতে অন্য কোনো দেশে বা অন্য কোনো দেশ হইতে বাংলাদেশে যদি বাংলাদেশের বা উক্ত দেশের পতাকাবাহী জাহাজ দ্বারা কোনো কারণে পণ্য পরিবহণ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ তৃতীয় দেশের পতাকাবাহী জাহাজ দ্বারা পণ্য পরিবহণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

৫। **বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ নয় এইরূপ জাহাজ দ্বারা উপকূলীয় অঞ্চলে বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহণে নিষেধাজ্ঞা** - বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ নয় এইরূপ কোনো বিদেশি জাহাজ দ্বারা উপকূলীয় অঞ্চলে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহণ করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত অব্যাহতি সনদপ্রাপ্ত জাহাজের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

৬। **দণ্ড** - (১) কোনো জাহাজ এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো পণ্য পরিবহণ করিলে উক্ত জাহাজের মালিক এবং ভাড়াকারী উক্ত পণ্য পরিবহণের ভাড়ার অধিক নহে এইরূপ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘনপূর্বক উপধারা (১)-এর অধীন দণ্ডযোগ্য না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যুক্তিসংগত জরিমানার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা যাইবে।

(৩) যদি কোন বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ মালিক তাহাদের জাহাজের তফসিল সংক্রান্ত অসত্য তথ্য পরিবেশন করিয়া নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে পণ্য পরিবহনের জন্য বিদেশী জাহাজের অনুকূলে অব্যাহতি সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করেন সেইক্ষেত্রে উক্ত জাহাজ মালিককে অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড করা যাইতে পারে।

৭। আপিল - কোন ব্যক্তি ধারা ৬ এর অধীন প্রদত্ত দন্ডে সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত দন্ড প্রাপ্ত হওয়ার তারিখের ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন। সরকার আপিল আবেদন প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে ইহা নিস্পত্তি করিবেন এবং ইহা চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। **কোম্পানি কর্তৃক কৃত অপরাধ** - (১) এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘনকারী যদি কোন কোম্পানি হয়, তাহা হইলে অপরাধটি সংঘটিত হইবার সময়ে উক্ত কোম্পানির ব্যাবসা পরিচালনার বা কোম্পানিটি পরিচালনার কার্যে নিয়োজিত ও দায়বদ্ধ প্রত্যেক ব্যক্তি এবং উক্ত কোম্পানি বিধান লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইবে এবং তাঁহাদের ও কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে এবং তদনুযায়ী দণ্ড প্রদান করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তিকে কোনো প্রকার শাস্তি প্রদান করা যাইবে না, যদি এই আইনের অধীনে তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, অপরাধটি তাঁহার অজ্ঞতাবশত ঘটিয়াছে বা তিনি এই জাতীয় অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

(২) উপধারা (১) - এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো অপরাধ এই আইনের অধীন কোম্পানি কর্তৃক সংঘটিত হয় এবং যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে, কোম্পানির কোন পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্যান্য কর্মকর্তার সম্মতি বা যোগসাজশ বা তাঁহাদের অবহেলার কারণে উক্ত অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্যান্য কর্মকর্তাকেও ঐ অপরাধের জন্য দোষী হিসাবে গণ্য করা যাইবে এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে এবং তদনুযায়ী দণ্ড প্রদান করা যাইবে।

ব্যাখ্যা - এই ধারা উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

(ক) বাংলাদেশী কোম্পানির ক্ষেত্রে, ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে সংজ্ঞায়িত কোম্পানিকে বুঝাইবে ;

(খ) বিদেশী জাহাজের ক্ষেত্রে 'কোম্পানি' অর্থ কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থা, এবং কোনো ব্যক্তি, ফার্ম বা সংগঠন ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(গ) `পরিচালক' অর্থ কোম্পানির পরিচালক।

৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা** - এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১০। **রহিতকরণ ও হেফাজত** - (১) Bangladesh Flag Vessels (Protection) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XIV of 1982), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত Ordinance এর অধীন কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা প্রণীত কোনো বিধি বা জারিকৃত কোনো আদেশ, বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপন বা ইস্যুকৃত কোনো নিবন্ধন সনদ, এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে, এবং এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত, প্রণীত, জারিকৃত বা ইস্যুকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে উক্ত Ordinance এর অধীন কোন মামলা বা কার্যধারা কোন আদালতে বিচারাধীন থাকিলে উহা উক্ত আদালত কর্তৃক এমনভাবে শুনানি ও নিষ্পত্তি হইবে, যেন উক্ত Ordinance রহিত হয় নাই।

১১। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণসংবলিত বিবৃতি

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইনটি বাংলা রূপান্তর এবং যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে বিলটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী